নদী।

10851

B
891.441
T479nad

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাল্যগ্রন্থাবলী ২।

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section.

নদী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ছয় আনা।

G.D.C./
Kr. ·37

NATIONAL LIBRARY
No... 21591......
Date...7.3.69...
CALCUTTA

B
891.441
T.479
Nad

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫ নং অপার চিৎপুররোড।

২২শে মাঘ ১৩০২ সাল।

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে

তাঁহার শুভ পরিণয় দিনে

এই গ্রন্থখানি

উপহৃত

হইল।

২২শে মাঘ,

১৩০২।

বিজ্ঞাপন।

এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে। বয়স্ক পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, যে, প্রত্যেক ছত্রের আরম্ভ শব্দটির পরে যেখানে ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে স্বল্পমাত্র কাল থামিতে হইবে।

২২শে মাঘ,
১৩০২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নদী।

ওরে　তোরা কি জানিস্ কেউ
জলে　কেন ওঠে এত ঢেউ !
ওরা　দিবস রজনী নাচে,
তাহা　শিখেছে কাহার কাছে ?
শোন　চল চল্ ছলছল্
সদাই　গাহিয়া চলেছে জল।

ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে,
ওরা কার কোলে বসে দুলে ?
সদা হেসে করে লুটোপুটি,
চলে কোন্ খানে ছুটোছুটি ?
ওরা সকলের মন তুষি'
আছে আপনার মনে খুসি।

আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হতে এল নাবি' !

নদী।

কোথায় পাহাড় সে কোন্ খানে
তাহার নাম কি কেহই জানে ?
কেহ যেতে পারে তার কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে ?
সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু পাখীদের বাস,
সেথা শবদ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে' আছে মহামুনি।

তাহার মাথার উপরে শুধু
শাদা বরফ করিছে ধুধু।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত
থাকে ঘরের ছেলের মত।
শুধু হিমের মতন হাওয়া,
সেথায় করে সদা আসা-যাওয়া।
শুধু সারা রাত তারাগুলি
তারে চেয়ে দেখে আঁখি খুলি'।
শুধু ভোরের কিরণ এসে
তারে মুকুট পরায় হেসে।

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা শাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমাইতেছিল সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে ;
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা।
সেথায় একা ছিল দিন রাতি,
কেহই ছিল না খেলার সাথী ;

সেথায় কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথায় গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল, যা আছে ভবে
সকলি দেখিয়া লইতে হবে।

নীচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।

নদী।

তারা   বুড়ো বুড়ো তরু যত
তাদের   বয়স কে জানে কত ;
তাদের   খোপে খোপে গাঁঠে গাঁঠে
পাখী   বাসা বাঁধে কুটো-কাটে।
তারা   ডাল তুলে কালো কালো
আড়াল   করেছে রবির আলো।
তাদের   শাখায় জটার মত
ঝুলে   পড়েছে শ্যাওলা যত ;
তারা   মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন   পেতেছে আঁধার ফাঁদ।

তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।
সে যে সদা খেলে লুকোচুরি,
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলে চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে,
নদী হেসে যায় বেঁকে ঘুরে।

নদী।

সেথায় বাস করে শিং-তোলা
যত বুনো ছাগ দাড়ি-ঝোলা।
সেথায় হরিণ রোঁয়ায় ভরা
তারা কারেও দেয় না ধরা।
সেথায় মানুষ নূতন তরো,
তাদের শরীর কঠিন বড়।
তাদের চোখ ছুটো নয় সোজা,
তাদের কথা নাহি যায় বোঝা।
তারা পাহাড়ের ছেলে মেয়ে
সদাই কাজ করে গান গেয়ে।

তারা সারা দিনমান খেটে,
আনে বোঝাভরা কাঠ কেটে।
তারা চড়িয়া শিখর পরে
বনের হরিণ শিকার করে।

নদী যত আগে আগে চলে
ততই সাথী জোটে দলে দলে।
তারা তারি মত, ঘর হতে
সবাই বাহির হয়েছে পথে ;

পায়ে ঠুমু ঠুমু বাজে নুড়ি,
যেন বাজিতেছে মল চুড়ি;
গায়ে আলো করে ঝিকিঝিক্,
যেন পরেছে হীরার চীক্।
মুখে কল কল কত ভাষে,
এত কথা কোথা হতে আসে।
শেষে সখীতে সখীতে মেলি
হেসে গায়ে গায়ে পড়ে হেলি।
শেষে কোলাকুলি কলরবে
তারা এক হয়ে যায় সবে।

তখন্ কল কল ছুটে জল,
কাঁপে টল মল ধরাতল ;
কোথাও নীচে পড়ে ঝরঝর,
পাথর কেঁপে ওঠে থরথর,
শিলা খান্ খান্ যায় টুটে,
নদী চলে পথ কেটে কুটে।
ধারে গাছগুলো বড় বড়,
তারা হয়ে পড়ে পড়-পড়।
কত বড় পাথরের চাপ
জলে খসে' পড়ে ঝুপ্ ঝাপ,

তখন মাটি-গোলা ঘোলা জলে
ফেনা ভেসে যায় দলে দলে।
জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
যেন পাগলের মত ছোটে।

শেষে পাহাড় ছাড়িয়া এসে
নদী পড়ে বাহিরের দেশে।
হেথা যেখানে চাহিয়া দেখে
চোখে সকলি নূতন ঠেকে।

হেথা চারিদিকে খোলা মাঠ,
হেথা সমতল পথ ঘাট।
কোথাও চাষীরা করিছে চাষ,
কোথাও গোরুতে খেতেছে ঘাস;
কোথাও বৃহৎ অশথ গাছে
পাখী শিষ্ দিয়ে দিয়ে নাচে;
কোথাও রাখাল ছেলের দলে
খেলা করিছে গাছের তলে;
কোথাও নিকটে গ্রামের মাঝে
লোকে ফিরিছে নানান্ কাজে।

কোথাও বাধা কিছু নাহি পথে
নদী চলেছে আপন মতে।
পথে বরষার জলধারা
আসে চারিদিক্ হতে তারা।
নদী দেখিতে দেখিতে বাড়ে
এখন্ কে রাখে ধরিয়া তারে ?

তাহার দুই কূলে উঠে ঘাস,
সেথায় যতেক বকের বাস।

সেথা মহিষের দল থাকে,
তারা লুটায় নদীর পাঁকে।
যত বুনো বরা সেথা ফেরে,
তারা দাঁত দিয়ে মাটি চেরে।
সেথা শেয়াল লুকায়ে থাকে,
রাতে হুয়া হুয়া করে ডাকে।

দেখে এই মত কত দেশ,
কেবা গণিয়া করিবে শেষ।

নদী।

কোথাও   কেবল বালির ডাঙা,
কোথাও   মাটিগুলো রাঙা রাঙা,
কোথাও   ধারে ধারে উঠে বেত,
কোথাও   দুধারে গমের ক্ষেত,
কোথাও   ছোটখাটো গ্রামখানি,
কোথাও   মাথা তোলে রাজধানী।
সেথায়   নবাবের বড় কোঠা,
তারি   পাথরের থাম মোটা।
তারি   ঘাটের সোপান যত,
জলে   নামিয়াছে শত শত।

কোথাও শাদা পাথরের পুলে
নদী বাঁধিয়াছে দুই কূলে।
কোথাও লোহার সাঁকোয় গাড়ি
চলে ধকো ধকো ডাক ছাড়ি।

নদী এই মত অবশেষে
এল নরম মাটির দেশে।
হেথা যেথায় মোদের বাড়ি
নদী আসিল দুয়ারে তারি'।

হেথায় নদী নালা বিল খালে
দেশ ঘিরেছে জলের জালে।
কত মেয়েরা নাহিছে ঘাটে,
কত ছেলেরা সাঁতার কাটে;
কত জেলেরা ফেলিছে জাল,
কত মাঝিরা ধরেছে হাল;
সুখে সারিগান গায় দাঁড়ি,
কত খেয়া তরী দেয় পাড়ি;

B891.441/T479 Nad

কোথাও পুরাতন শিবালয়
তীরে সারি সারি জেগে রয়।
সেথায় দু'বেলা সকালে সাঁঝে
পূজার কাঁসর ঘন্‌টা বাজে।
কত জটাধারী ছাইমাখা
ঘাটে বসে আছে যেন আঁকা।
তীরে কোথাও বসেছে হাট;
নৌকো ভরিয়া রয়েছে ঘাট;
মাঠে কলাই শরিষা ধান;
তাহার কে করিবে পরিমান;

21591 dt. 7.3.69.
Rco. 37.

কোথাও নিবিড় আখের বনে
শালিখ্ চরিছে আপন মনে।

কোথাও ধূধূ করে বালুচর,
সেথায় গাঙ্ চিলে করে ঘর।
সেথায় কাছিম বালির তলে
আপন ডিম পেড়ে' আসে চলে'।
সেথায় শীতকালে বুনো হাঁস
কত ঝাঁকে ঝাঁকে করে বাস।

সেথায় দলে দলে চখা চখী
করে সারাদিন বকাবকী।
সেথায় কাদাখোঁচা তীরে তীরে
কাদায় খোঁচা দিয়ে দিয়ে ফিরে।

কোথাও ধানের ক্ষেতের ধারে,
ঘন কলাবন বাঁশ ঝাড়ে,
ঘন আম-কাঁঠালের বনে,
গ্রাম দেখা যায় এক কোণে।

সেথা আছে ধান গোলা-ভরা
সেথা খড়গুলা রাশ করা ;
সেথা গোয়ালেতে গোরু বাঁধা,
কত কালো পাট্‌কিলে শাদা।
কোথাও কলুদের কুঁড়েখানি,
সেথায় ক্যাঁ কোঁ করে ঘোরে ঘানি।
কোথাও কুমারের ঘরে চাক
দেয় সারাদিন ধরে' পাক।
মুদী দোকানেতে সারাখণ
বসে পড়িতেছে রামায়ণ।

কোথাও বসি পাঠশালা ঘরে
যত ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ে।
বড় বেত খানি লয়ে কোলে
ঘুমে গুরু মহাশয় ঢোলে।
হোথায় এঁকে বেঁকে ভেঙ্গে চুরে
গ্রামের পথ গেছে বহু দূরে।
সেথায় বোঝাই গোরুর গাড়ি
ধীরে চলিযাচে ডাক ছাড়ি।
রোগা গ্রামের কুকুরগুলো
ক্ষুধায় শুঁকিয়া বেড়ায় ধূলো।

যেদিন পূরণিমা রাতি আসে
চাঁদ আকাশ জুড়িয়া হাসে ;
বনে ওপারে আঁধার কালো,
জলে ঝিকিমিকি করে আলো,
বালি চিকি চিকি করে চরে
ছায়া ঝোপে বসি' থাকে ডরে।
সবাই ঘুমায় কুটীর তলে
তরী একটিও নাহি চলে ;
গাছে পাতাটিও নাহি নড়ে,
জলে ঢেউ নাহি ওঠে পড়ে।

কভু ঘুম যদি যায় ছুটে',
কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে,
কভু ওপারে চরের পাখী
রাতে স্বপনে উঠিছে ডাকি'।

নদী চলেছে ডাহিনে বামে,
কভু কোথাও সে নাহি থামে।
হোথায় গহন গভীর বন,
তীরে নাহি লোক নাহি জন।

শুধু কুমীর নদীর ধারে
সুখে রোদ্ পোহাইছে পাড়ে।
বাঘ ফিরিতেছে ঝোপে ঝাপে,
ঘাড়ে পড়ে আসি এক লাফে।
কোথাও দেখা যায় চিতা বাঘ,
তাহার গায়ে চাকা চাকা দাগ।
রাতে চুপি চুপি আসি' ঘাটে
জল চকো চকো করি চাটে।

হেথায় যখন জোয়ার ছোটে,
নদী ফুলিয়ে ঘুলিয়ে ওঠে ;
তখন কানায় কানায় জল,
কত ভেসে আসে ফুল ফল,
ঢেউ হেসে উঠে খল খল,
তরী করি উঠে টলমল।
নদী অজগর সম ফুলে'
গিলে' খেতে চায় দুই কূলে।
আবার ক্রমে আসে ভাঁটা পড়ে',
তখন জল যায় সরে' সরে',

তখন নদী রোগা হয়ে আসে,
কাদা দেখা দেয় দুই পাশে ;
বেরোয় ঘাটের সোপান যত
যেমন বুকের হাড়ের মত।

নদী চলে' যায় যত দূরে
ততই জল উঠে পূরে পূরে।
শেষে দেখা নাহি যায় কূল,
চোখে দিক্ হয়ে যায় ভুল ;

ক্রমে নীল হয় জল ধারা,
মুখে লাগে যেন নূন-পারা ;
ক্রমে নীচে নাহি পাই তল,
ক্রমে আকাশে মিশায় জল ;
ডাঙ্গা কোন্ খানে পড়ে' রয়
শুধু জলে জলে জলময়।

ওরে, একি শুনি কোলাহল,
হেরি এ কি ঘন নীল জল !

ওই বুঝিরে সাগর হোথা,
উহার কিনারা কে জানে কোথা !
ওই লাখো লাখো ঢেউ উঠে'
সদাই মরিতেছে মাথা কুটে'।
ওঠে শাদা শাদা ফেনা যত
যেন বিষম রাগের মত।
জল গরজি গরজি ধায়,
যেন আকাশ কাড়িতে চায়।
বায়ু কোথা হতে আসে ছুটে',
ঢেউয়ে হাহা করে' পড়ে লুটে'।

যেন পাঠশালা-ছাড়া ছেলে
ছুটে' লাফায়ে বেড়ায় খেলে'।
হেথা যতদূর পানে চাই
কোথাও কিছু নাই কিছু নাই।
শুধু আকাশ বাতাস জল,
শুধুই কল কল কোলাহল,
শুধু ফেনা, আর শুধু ঢেউ,
আর নাহি কিছু নাহি কেউ!

হেথায় ফুরাইল সব দেশ,
নদীর ভ্রমণ হইল শেষ,
হেথা সারাদিন সারাবেলা
তাহার ফুরাবেনা আর খেলা।
তাহার সারাদিন নাচ গান
কভু হবেনাক অবসান।
এখন্ কোথাও হবে না যেতে,
সাগর নিল তারে বুক পেতে।
তারে নীল বিছানায় থুয়ে
তাহার কাদামাটি দিবে ধুয়ে।

তারে ফেনার কাপড়ে ঢেকে,
তারে ঢেউয়ের দোলায় রেখে,
তার কানে কানে গেয়ে স্থর
তার শ্রম করি দিবে দূর।
নদী চিরদিন চিরনিশি
র'বে অতল আদরে মিশি!